Journal Homepage: http://jjll.jdvu.ac.in/journal/index.php/JJLL

Jadavpur Journal of Languages and Linguistics
ISSN: 2581-494X

শৈলীবিজ্ঞান ও অন্বয়তত্ত্বের প্রেক্ষিতে মধ্যযুগীয় শিবকাহিনির বিশ্লেষণ

লিলি হালদার
খড়গপুর মহাবিদ্যালয়, ভারতবর্ষ

ARTICLE INFO
Article history:
Received 25/07/2020
Accepted 26/01/2021

সূচক শব্দ
α-Movement,
Theta Theory বা Θ role,
Anaphora,
C-Command,
X-bar Theory

সারসংক্ষেপ

শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাহিত্যকে যখন দেখা হয় তখন মূলত সাহিত্যের মূল কাঠামো বা অবয়বটির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষাবিজ্ঞানের বিভিন্ন তত্ত্বকে শিবকাহিনির শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আলোচনা করা হয়েছে। ১৯৮১ সালে চমস্কি যে তত্ত্ব তৈরি করেন, তা হল GB Theory বা Government and Binding Theory. তিনি একে P&P Theory (Principles and Parameters Theory) বলার পক্ষপাতী। এই Theory অনুসারে তিনি একটিমাত্র সংবর্তন α-movement বা আলফা স্থানান্তরণের কথা বলেন। এই অধ্যায়ে বিচ্যুতিকে এই α-movement বা আলফা স্থানান্তরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এছাড়া ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তীর অনুসরণে সমান্তরালতা বিষয়টিকে সঞ্জননী তত্ত্বের X-bar Theory-এর বিন্যাসের সাহায্যে বৃক্ষচিত্রে সাজিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এভাবেই সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের আরো বহু পদ্ধতি যেমন- Theta Theory বা Θ role, Anaphora, C-Command ইত্যাদির মাধ্যমে আন্বয়িক সংবর্তন ও শৈলী বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে।

সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক-আঞ্চলিক ইত্যাদি বহু দৃষ্টিকোণ থেকে সমালোচকগণ সাহিত্যকে বিচার করে এসেছেন। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাহিত্যকে বিশ্লেষণ করার ধারা খুব পুরোনো হয়নি। সাহিত্য সমালোচনার চিরাচরিত পদ্ধতির পাশাপাশি এই নতুন পদ্ধতির ধারণার সূত্রপাত ঘটে পাশ্চাত্যে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে। শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাহিত্যকে যখন দেখা হয় তখন মূলত সাহিত্যের মূল কাঠামো বা অবয়বটির উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু শৈলীবিজ্ঞান ভাষাবিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে (Peripheral Linguistics) অবস্থিত এমন একটি বিষয় যেখানে ভাষাবিজ্ঞানের নানা তত্ত্বের প্রয়োগ খুব জরুরি। কেন-না শৈলী বলতে শুধুমাত্র নন্দনতত্ত্বকে দেখা নয়, ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তীর অনুসরণে বলা যায় নন্দনতত্ত্ব ও ভাষাবিজ্ঞান— উভয় নিয়েই শৈলীবিজ্ঞান।[১] ভাষাবিজ্ঞানীরা শৈলীবিজ্ঞান ও ভাষাবিজ্ঞানের সম্পর্কটিকে মূলত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন[২]—

ক) ইয়াকবসন (Jakobson), সাপোর্টা (S. Saporta), প্রমুখের মতে সাহিত্যতত্ত্ব ও কাব্যতত্ত্ব ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

খ) ওয়েলেক (Rane Wellek)-এর মতে ভাষাবিজ্ঞান ভাষাশৈলীর (language style) বিশ্লেষণে অভ্যস্ত, সাহিত্যের শিল্পশৈলী (art style) বিচার করতে পারে না।

গ) শ্রীবাস্তবের (R. N. Srivastava) মতে শৈলীবিজ্ঞান স্বতন্ত্র একটি বিষয় হলে তার অবস্থান ভাষা ও শিল্পের মধ্যবর্তী একটি সমাপতিত ক্ষেত্রে।

এই তিন দৃষ্টিভঙ্গি আপাতবিরোধী মনে হলেও এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে শৈলীবিজ্ঞান আসলে ভাষাবিজ্ঞানের বিশেষ একটি ক্ষেত্র। কারণ ভাষার বিভিন্ন প্রয়োগ সংক্রান্ত আলোচনা শৈলীবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। আবার শুধু যদি ভাষাসংগঠন বিশ্লেষণের কাজ ভাষাবিজ্ঞান করে, তাহলে শৈলী ফলিত ভাষাবিজ্ঞানের (Applied Linguistics) অন্তর্গত।[৩] শৈলীবিজ্ঞানের বিভিন্ন মতবাদ ও পদ্ধতি নিয়ে অনেক শাখা তৈরি হয়েছে। এখানে শৈলীবিজ্ঞানের যেসমস্ত কাজ হয়েছে, তার মূলত তিনটি ধারা[৪]—

(i) বিচ্যুতি সংক্রান্ত নানা ধরনের মতবাদ
(ii) বারবার ব্যবহৃত প্যাটার্ন অনুসন্ধান
(iii) বিশেষ সাহিত্য থেকে অনুপুঙ্খ ব্যাকরণ তৈরি করা

এখন, খুব সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক অন্বয় বলতে কী বোঝানো হয়। আধুনিক সাংগঠনিক নন্দনতত্ত্বে শিল্পে সুন্দরের ভাবনা পুরোপুরি অবলুপ্ত। ভাষাবিজ্ঞানী পাউন্ড, ল্যাঙ্গার (S. K. Langer)-এর দৃষ্টিতে শিল্পের অন্তর্গত সংগঠন (inner structure) হল সৌন্দর্য। এই অন্তর্গত সংগঠনের কেন্দ্রে রয়েছে অন্বয় বা Syntax। এর উপরিতলে ধ্বনি, নীচতলে অর্থ। এরা পরস্পর টানাপোড়েনের আবর্তে (interaction) যুক্ত। অন্বয়ের মধ্যে রয়েছে জ্যামিতিক সুষমা আর প্রতিটি উপাদানের মধ্যে টানাপোড়েনের সম্পর্ক।[৫] ভাষাবিজ্ঞানী নোয়াম চমস্কি (Noam Chomsky) ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে সংবর্তনতত্ত্বে বাক্যের Deep Structure ও Surface Structure-এর ধারণা যুক্ত করে দেখালেন Deep Structure-এ বাক্যটিতে বোধের স্তরে অর্থের উপাদান ও মাত্রা সংযোজন সক্রিয় থাকে। এরপর সংবর্তনের ফলে অন্তবর্তী বচন স্পষ্ট বচনে রূপ নেয় এবং সবশেষে ধ্বনিপরিবর্তনের নিয়মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে Surface Structure -এ বাক্যটি প্রকাশিত হয়।[৬] অর্থাৎ Deep Structure -এ মৌল উপাদানের অর্থের বিন্যাস এবং Surface Structure -এ সংবর্তিত অর্থের বিন্যাস কোনোভাবেই ধ্বনির মাত্রার সঙ্গে যুক্ত হয় না।[৭] তাই কবিতার ভাষায় অন্বয়, ধ্বনি ও অর্থের সম্পর্ক হয় দুটি স্তরে[৮]—

ক) অন্বয় ও ধ্বনির তলের টানাপোড়েনের বিন্যাসে
খ) অন্বয় ও অর্থের তলের টানাপোড়েনের সংগঠনে

নিচে ছকের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করে দেখানো হল[৯]—

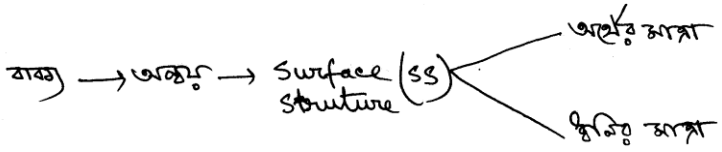

দুটি স্তরেই বিন্যাস গড়ে ওঠে অন্বয়ের সংবর্তনের চারটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। এই প্রক্রিয়াগুলি অর্থাৎ চার ধরনের সংবর্তন চমস্কির ১৯৬৫ সালের মান্য তত্ত্ব (Standard Theory) অনুযায়ী পাওয়া যায়—

ক) সংযোজন (Addition)

খ) বিলোপন (Deletion)

গ) রূপান্তরণ (Substitution)

ঘ) বিপর্যাস (Extraposition)

বিচ্যুতি (Deviation) :

ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তীর মতে সংযোজন, বিলোপন, বিপর্যাস, রূপান্তরণ সব ধরনের সংবর্তনই আসলে বাক্যের আদর্শ গঠন যাকে Deep Structure বা অধোগঠন বলা হয়, তার থেকে বিচ্যুত রূপ।[১০] বিচ্যুতি কবিতার ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এখন দেখে নেওয়া যাক বিচ্যুতি সংক্রান্ত মতবাদ ও তত্ত্ব কীভাবে শৈলীকে প্রভাবিত করে। শৈলী বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আন্বয়িক বিচ্যুতিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী ইয়ান মুকারোভস্কি (Jan Mukarovsky)। তাঁর এই তত্ত্ব বিচ্যুতিবাদ বা Deviation Theory নামে পরিচিত। যা কিছু প্রচলিত, রীতিসিদ্ধ, প্রথাসিদ্ধ তার থেকে সরে যাওয়াই হল বিচ্যুতি। এটিই শিল্পের অনিবার্য লক্ষণ।[১১] নর্ম (Norm) বা আদর্শ থেকে সরে আসার মাধ্যমে রচনার নিজস্বতা, রচয়িতার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও Norm বা আদর্শ বাক্যের গঠন থেকে কাব্যে বা প্রবন্ধে বা রচনায় প্রযুক্ত বাক্যের গঠন আলাদা হয়ে গেলে, তাকেই সোজা কথায় বিচ্যুতি বলা হয়। বিচ্যুতি রচনার বিষয় অনুযায়ী, উদ্দেশ্য অনুযায়ী, পাঠকের যোগ্যতা অনুযায়ী এবং সবশেষে লেখকের ব্যক্তিত্বের উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। বিচ্যুতি কবিতার ভাষাগঠনের বিভিন্ন স্তরে নানা প্রকারের হতে পারে[১২]—

i)	শব্দগত —	ক)	অপ্রচলিত শব্দ প্রয়োগ
		খ)	একই বাক্যে সাধু-চলিতের মিশ্রণ
ii)	ব্যাকরণগত —	ক)	রূপতাত্ত্বিক
		খ)	আন্বয়িক (ভাষায় পদক্রমের নির্দিষ্ট রীতির বিপর্যাস)
iii)	অর্থগত —		প্রচলিত অনুষঙ্গের বাইরে শব্দের ব্যবহার
iv)	ধ্বনিগত —		ধ্বনিলোপ, ধ্বনিসংযোজন, ধ্বনিরূপান্তর
v)	লৈখিক —		লেখরীতিগত বিশেষত্ব
vi)	ঔপভাষিক —		মান্য উপভাষা থেকে সরে আঞ্চলিক উপভাষার প্রয়োগ
vii)	ভাষা-মুদ্রাআশ্রিত —		স্বভাবসিদ্ধ প্রয়োগ থেকে সরে অন্য ধরনের রেজিস্টার বা ভাষামুদ্রা ব্যবহার

viii) ইতিহাসাশ্রিত — সমকালীন পরিস্থিতিতে অতীতের আবহ সৃষ্টি করার জন্য সাধু ভাষার ছাঁদে, অপ্রচলিত তৎসম শব্দের প্রয়োগ এই বিচ্যুতি ঘটায়।

প্রাগ্‌গোষ্ঠীর ভাষাবিদ্‌দের মতে বিচ্যুতির মাধ্যমেই প্রমুখণ (Foregrounding) ঘটে। একইসঙ্গে Focusing বা গুরুত্বদান প্রসঙ্গও চলে আসে। ভাষাগত বিচ্যুতির মাধ্যমে রচনার কোনো কোনো উপাদান অর্জন করে শৈল্পিক প্রাধান্য। ফলে এরা বয়ানের অন্য উপাদান থেকে স্বতন্ত্র হয়ে ওঠে। একেই প্রমুখণ বা Foregrounding বলা হয়।[১৩] ইয়ান মুকারোভস্কি (Jan Mukarovsky) তাঁর 'Standard Language and Poetic Language'-এ প্রথম প্রমুখণ তত্ত্বের মাধ্যমে কাব্যিক ভাষাকে চিহ্নিত করতে চান—

> "The Standard Language is background against which is reflected the aesthetically intention distortion of the Linguistic Components of the work in other word the intentional violation of the norm of the standard."[১৪]

'প্রমুখণ' পরিভাষাটি পবিত্র সরকার মহাশয়ের তৈরি। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী প্রমুখণে সামনে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে 'বিষয় নয়, বাক্য; বক্তব্য নয়, বাচনভঙ্গি বা ভণিতা।'[১৫] প্রমুখণ ভাষা সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে হতে পারে[১৬]—

ক) ধ্বনির স্তরে — অনুপ্রাসের সাহায্যে

খ) শব্দের স্তরে — অপ্রচলিত অনুষঙ্গে শব্দের প্রয়োগ

গ) বাক্যের স্তরে — কর্তা (Subject)-এর পরস্থাপনা এবং ক্রিয়া (Verb)-এর পূর্বস্থাপনা

আলফা স্থানান্তরণ (∝ Movement) :

শৈলীবিজ্ঞানে বিচ্যুতি দেখানোর সময় ভাষার Norm বা আদর্শ গঠনটি প্রথমে দেখিয়ে নিয়ে তারপর তা থেকে ব্যবহৃত বাক্যটি দেখানো হয়। ১৯৮১ সালে চমস্কি যে তত্ত্ব তৈরি করেন, তা হল GB Theory বা Government and Binding Theory। চমস্কি এই তত্ত্বকে GB Theory বলার পক্ষপাতী নন। তিনি একে P & P Theory (Principles and Parameters Theory) বলার পক্ষপাতী। এই Theory অনুসারে তিনি একটিমাত্র সংবর্তন ∝ - movement বা আলফা স্থানান্তরণের কথা বলেন। বিচ্যুতিকে এই ∝ - movement বা আলফা স্থানান্তরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব।[১৭] ∝ - movement –এর মাধ্যমে একইসঙ্গে বাক্যের আদর্শ গঠন বা Deep Structure এবং স্থানান্তরণের মাধ্যমে (∝ - movement) প্রাপ্ত গঠন বা Surface Structure উভয়কেই পাওয়া সম্ভব। 'A single movement rule, Move ∝ , maps between D-Structure and S-Structure and a similar rule maps S-Structure into LF.'[১৮] এবার 'রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়ন বা শিবসংকীর্তন', 'রামরাজা বিরচিত মৃগলুব্ধ-সংবাদ', 'ভীমসেন রচিত গোর্খ-বিজয়', 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের রচিত মনসামঙ্গল, 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ' এবং 'রামাই পণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ' কাব্য থেকে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়ে বিচ্যুতি ব্যাপারটি পরিষ্কার করা হল—

১) প্রবেশিব পাবকে প্রভুর পদলোভে। [রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৭৯]

এই বাক্যের আদর্শ গঠন বা অধোগঠন (Deep Structure) হল— আমি পাবকে প্রবেশ করিব। আমি প্রভুর পদলোভে প্রবেশ করিব। এই উদ্ধৃতিতে বাক্যের কর্তা 'আমি' বিলোপিত। একে কর্তা বিলোপন (Subject Deletion) জাতীয় সংবর্তন বলা হয়। 'প্রবেশ করিব' এই ক্রিয়াপদটি কাব্যের প্রয়োজনে 'প্রবেশিব' হয়েছে। এটিও একটি সংবর্তন। ক্রিয়াপদ 'প্রবেশিব' এসেছে বাক্যের প্রথমে। সুতরাং এখানে বিপর্যাস (Extra position) জাতীয় সংবর্তন হয়েছে। কাব্যের ভাষার অবস্থান বিষয়ক এই বিচ্যুতিকে Norm বা আদর্শ বাক্য গঠনের সঙ্গে তুলনা করে ছকের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা হল—

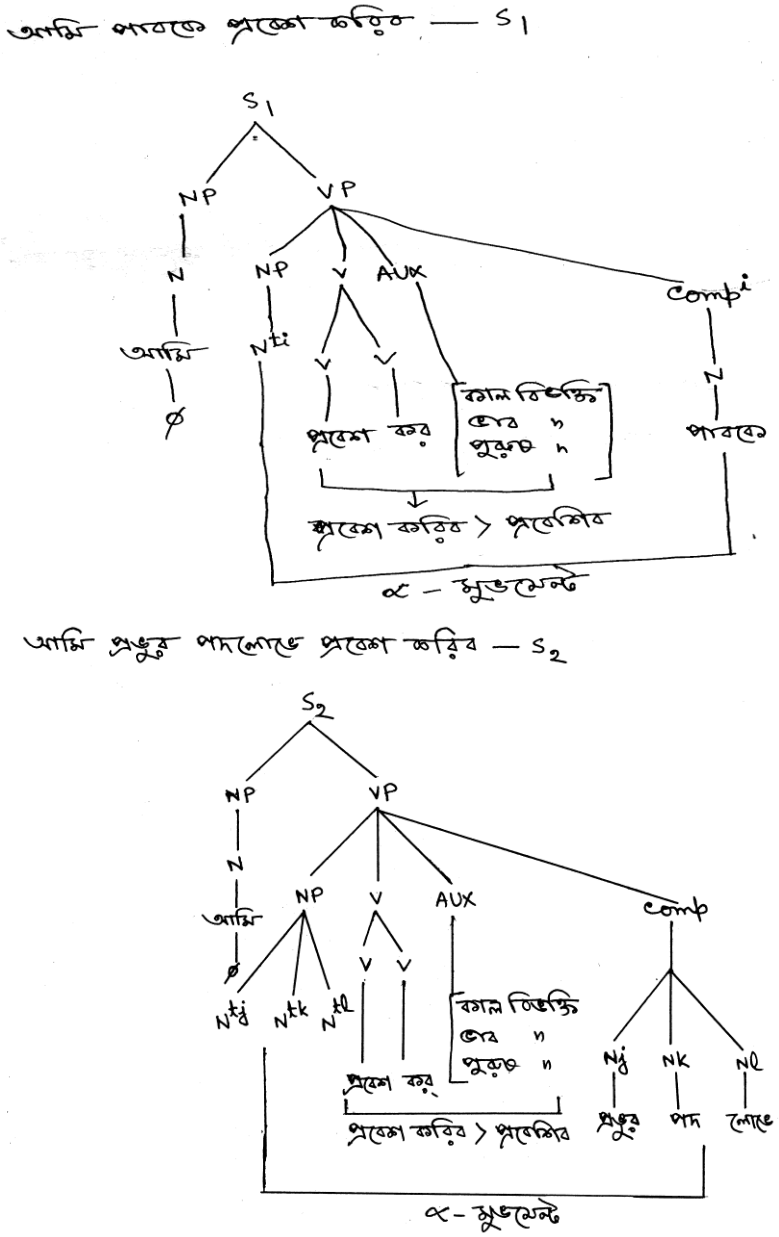

এখানে দেখা যাচ্ছে যে N^{ti}, N^{tj}, N^{tk}, N^{tl}-এর অবস্থান বাক্য দুটির আদর্শ অবস্থান (Norm) বা Deep Structure-এর গঠনের অবস্থান। সেখান থেকে যথাক্রমে [$comp^{i}$] এবং [comp (Nj) (Nk) (Nl)]-তে অবস্থান আসলে বিচ্যুতি (deviation) অর্থাৎ আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত Surface Structure গঠনের অবস্থান।

২) কতুকে হাসিআ তবে বলিলা শঙ্কর। [রামরাজা : মৃগলুব্ধ-সংবাদ : ১৩২১ : ২]

এখানে বাক্যের আদর্শ গঠন— শঙ্কর কতুকে (কৌতুকে) হাসিল। শঙ্কর তবে বলিলা (বলিল)। প্রথম বাক্যের ক্রিয়াপদ 'হাসিল' অসমাপিকা ক্রিয়া হয়ে বাক্যে কর্তার পূর্বে স্থাপিত হয়েছে। এটি আদর্শ বাক্যের গঠন থেকে বিচ্যুত। প্রথম বাক্যের সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ (শঙ্কর) যা অধোগঠনে ছিল, তা অধিগঠনে বিলুপ্ত হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে কর্তা (শঙ্কর) ক্রিয়ার পরস্থাপিত। এটিও বিচ্যুতি। আবার 'কৌতুক' থেকে 'কতুক' একধরনের বিচ্যুতি ও সংবর্তন। 'বলিল' ক্রিয়াটি কাব্যের প্রয়োজনে 'বলিলা' হয়েছে, এটিও একপ্রকার বিচ্যুতি।

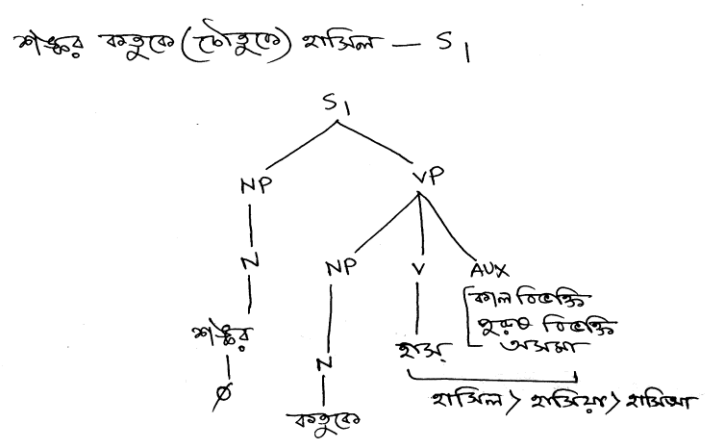

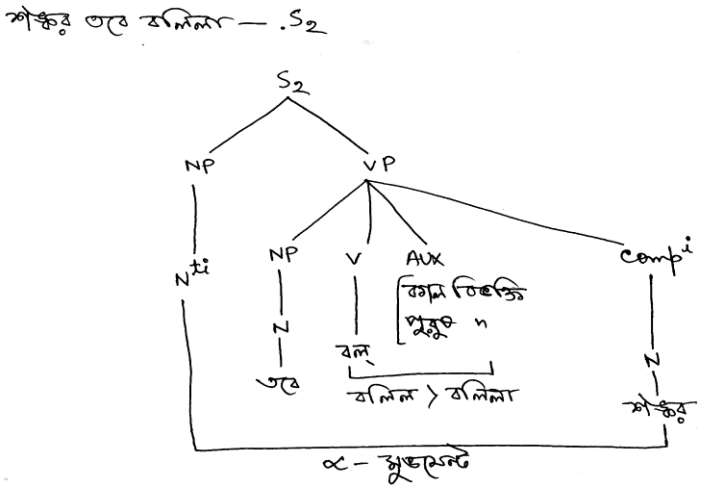

৩) বিস খাইএ তেআগিব তনু ভাবেন পার্ব্বতী। [রামাইপণ্ডিত : শূন্যপুরাণ : ১৯৭৭ : ৮০]

এই বাক্যের আদর্শ গঠন হল— পার্ব্বতী বিস খাবেন। পার্ব্বতী তনু ত্যাগ করবেন। পার্ব্বতী ভাবেন। উপরোক্ত বাক্যের আদর্শ গঠনে আসলে তিনটি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যের ক্রিয়াপদ 'খাবেন' অসমাপিকা ক্রিয়া হয়ে কর্তার পূর্বে স্থাপিত হয়েছে উপরে উদ্ধৃত বাক্যে। 'পার্ব্বতী' বাক্যের কর্তা (Subject) সবশেষে স্থাপিত। নীচে ছকের সাহায্যে বিষয়টি দেখানো যায়—

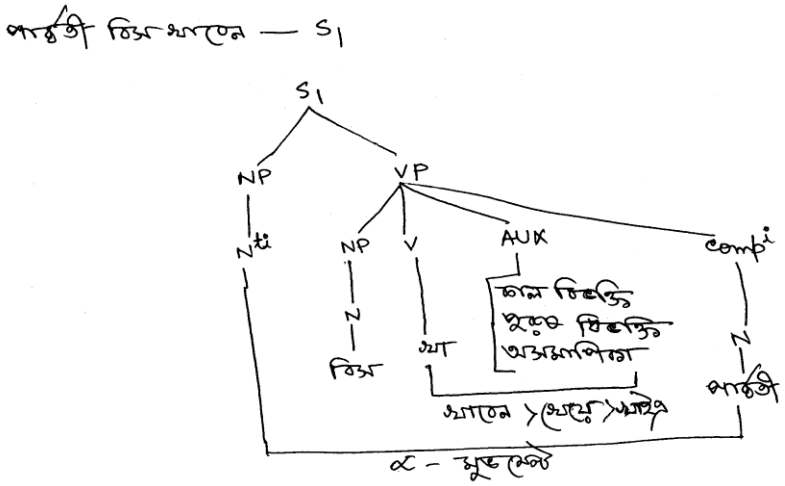

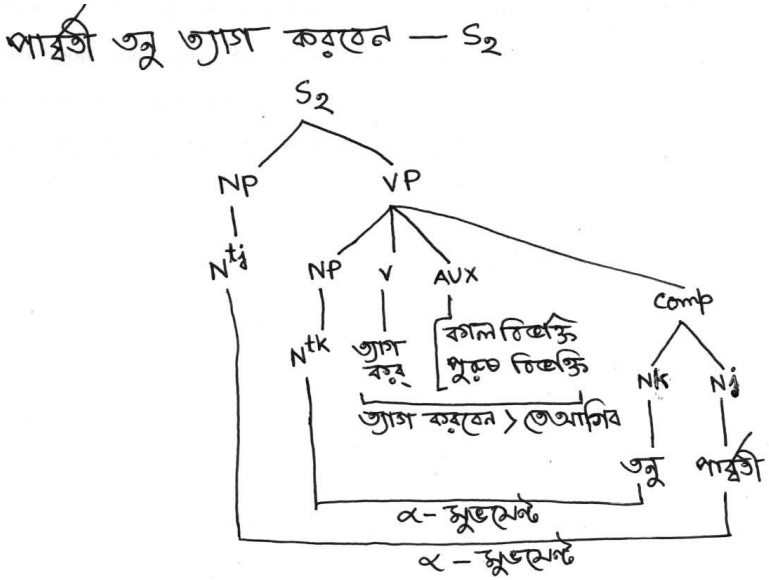

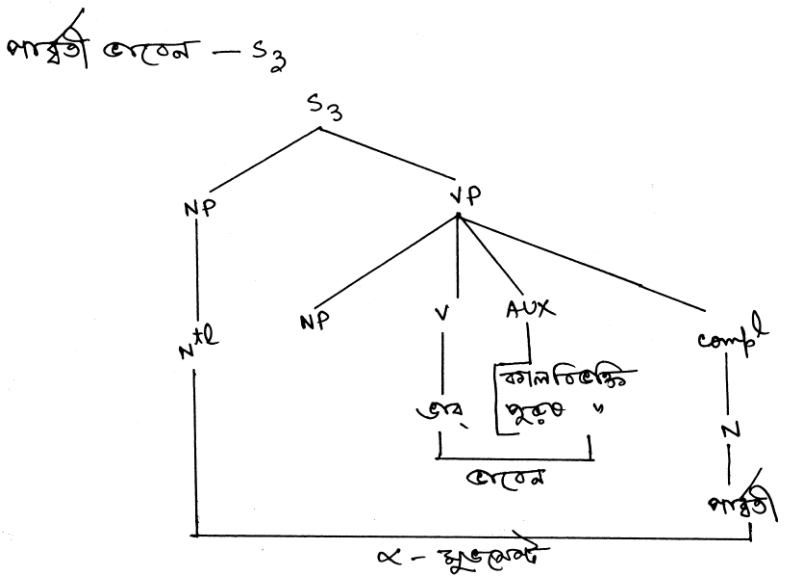

এখানে N^{ti}, N^{tj}, N^{tk} এবং N^{tl}-এর অবস্থান বাক্য তিনটির আদর্শ অবস্থান (Norm) বা Deep Structure-এর গঠনের অবস্থান। সেখান থেকে যথাক্রমে [$comp^{i}$], [$comp^{j}$], [$comp^{k}$] এবং [$comp^{l}$]-তে অবস্থান আসলে বিচ্যুতি (deviation) অর্থাৎ আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত Surface Structure-এর গঠনের অবস্থান।

৪) আজ্ঞা দিল ভবানী বুঝিল তার আশ। [ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ১১]

এখানে বাক্যের আদর্শ গঠন— ভবানী আজ্ঞা দিল। ভবানী তার আশ বুঝিল। প্রথম বাক্যে কর্তা ক্রিয়ার পরস্থাপিত। আর দ্বিতীয় বাক্যে কর্ম ক্রিয়ার পরস্থাপিত। দুটিই বিচ্যুতি। এছাড়া দুটি বাক্যের সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ 'ভবানী' দ্বিতীয় বাক্যে বিলোপিত।

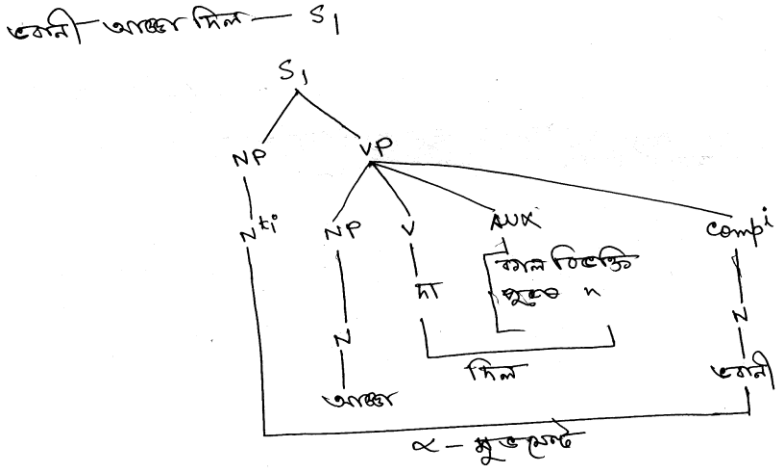

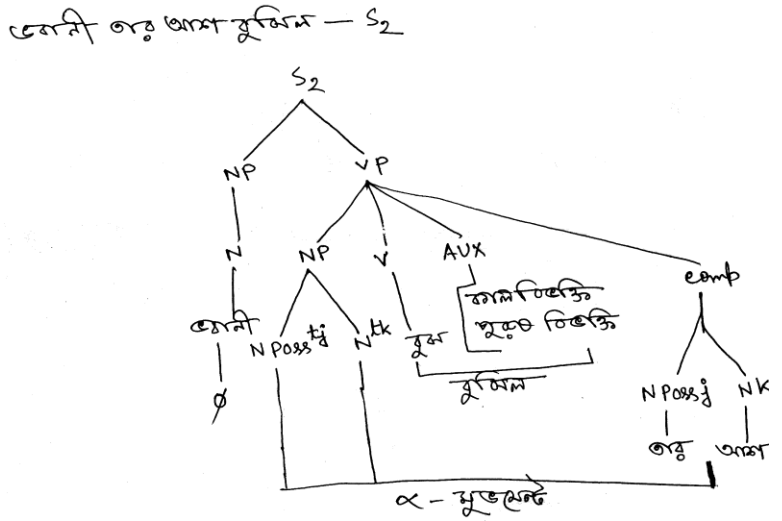

এখানে N^{ti}, N $Poss^{tj}$ এবং N^{tk}- এর অবস্থান আদর্শ বাক্যের অবস্থান বা Deep Structure-এর অবস্থান। সেখান থেকে যথাক্রমে [$comp^{i}$], [comp N $Poss^{j}$] এবং [$comp^{NK}$]-তে অবস্থান আসলে বিচ্যুতি (deviation) অর্থাৎ আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত Surface Structure গঠনের অবস্থান।

৫) লজ্জিত হইলা তবে দেব সুলপানি। [নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ১১]

এখানে বাক্যের আদর্শ গঠন হল— দেব সুলপানি তবে লজ্জিত হইলা। এক্ষেত্রেও বাংলা বাক্যের গঠনরীতি (কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া) অনুসৃত হয়নি। এই বিচ্যুতিকেও আলফা মুভমেন্ট দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। নীচে ছকে তা দেখানো হল—

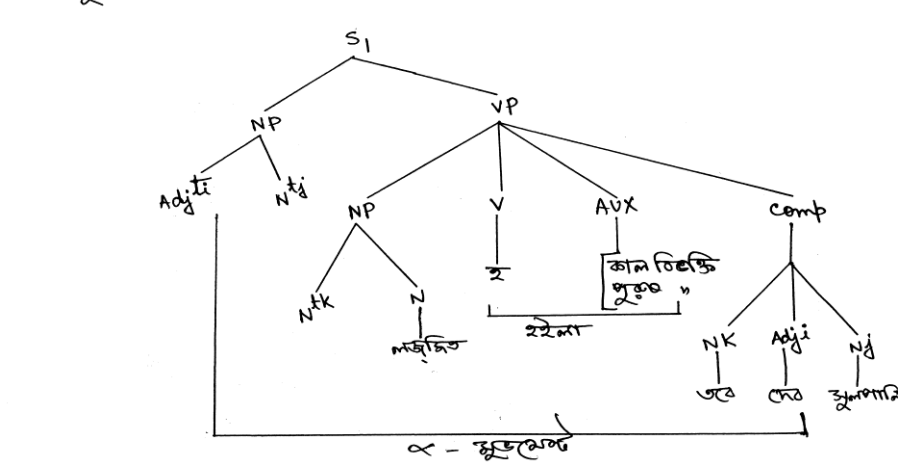

এখানে Adj^{ti}, N^{tj} এবং N^{tk}- এর অবস্থান আদর্শ বাক্যের অবস্থান বা Deep Structure গঠনের অবস্থান। তা থেকে যথাক্রমে [comp (NK), (Adji), (Nj)]-তে অবস্থান আসলে বিচ্যুতি (deviation) অর্থাৎ আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত Surface Structure-এর গঠনের অবস্থান।

৬) শিবে ছলি অন্তর্দ্ধান হইল ভবানী। [কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৬]

এখানে আদর্শ বাক্যের গঠন হল— ভবানী শিবে (শিবকে) ছলনা করিল। ভবানী অন্তর্দ্ধান হইল। এখানে প্রথম বাক্যের ক্রিয়াপদ 'ছলনা করিল' অসমাপিকা ক্রিয়া 'ছলিয়া' (ছলি) হয়ে বাক্যের কর্তার পূর্বে স্থাপিত হয়েছে। একে

আশ্রয়ধর্মী বাক্য সংযোজন (Subordinating Sentence Addition) বলা হয়। প্রথম বাক্যের কর্তা সমধর্মী বিশেষ্যগুচ্ছ (ভবানী) বিলোপিত হয়েছে। একে কর্তা বিলোপন জাতীয় সংবর্তন বলা হয়। দ্বিতীয় বাক্যের 'ভবানী' ক্রিয়ার পরে স্থাপিত হয়েছে। নীচে আলফা মুভমেন্ট সূত্রের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা যেতে পারে—

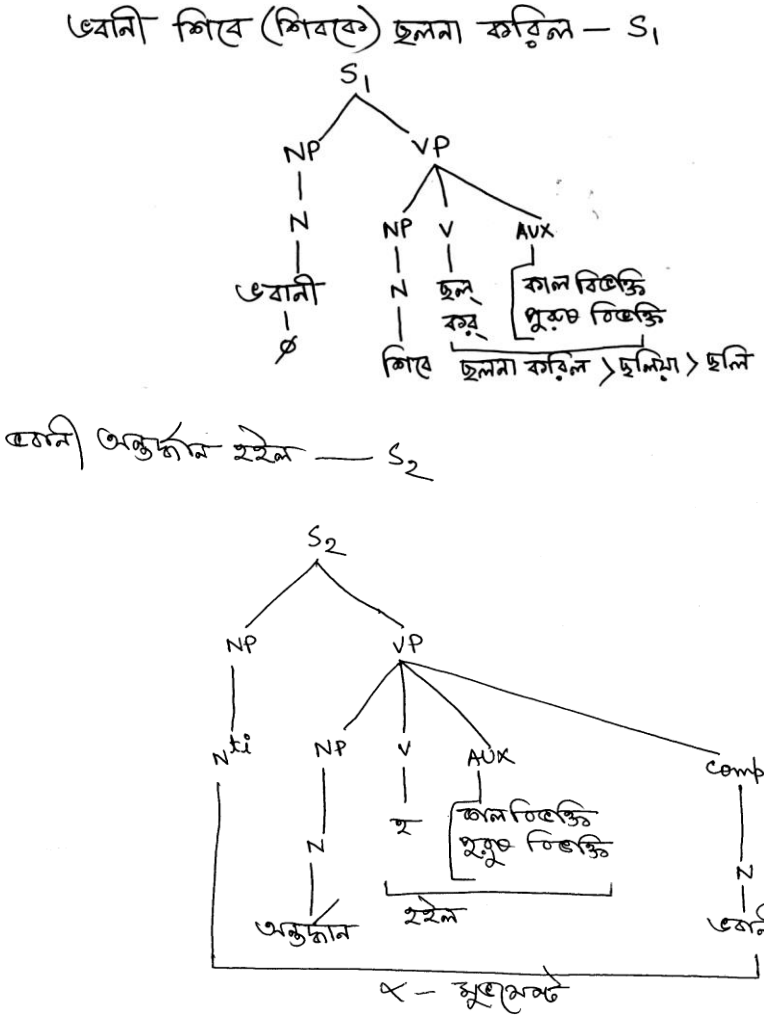

দ্বিতীয় বাক্যে N^{ti}-এর অবস্থান আদর্শ বাক্যের অবস্থান বা Deep Structure-এর গঠনের অবস্থান। তা থেকে [$comp^{i}$]-তে অবস্থান আসলে বিচ্যুতি (deviation) বা আলফা স্থানান্তরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত Structure গঠনের অবস্থান। অর্থাৎ বোঝা গেল সংবর্তন মূলত একই ধরনের। বাক্যবিন্যাসের ক্ষেত্রে যে আন্বয়িক সংবর্তন পাওয়া যায়, সেটি প্রধানত আলফা সংবর্তন বা ∝ movement।

১৯৮১ সালে প্রকাশিত 'Lectures on Government and Binding' বইতে চমস্কি Principals and Parametre Theory নিয়ে আলোচনা করেন। ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত 'Syntactic Structure' বইতে Generative Grammar-এর Standard Theory কে '৮১ সালের বইতে একটু অন্যভাবে দেখা হয়। এই বইতে তাঁর Generative Grammar-এর তত্ত্বকে Revised Extended Standard Theory (REST) হিসেবে দেখা হয়। এখানে তিনি কতকগুলি Symbolic Logic বা প্রতীকায়িত অক্ষর গ্রহণ করেন। Government and

Binding Theory যাকে তিনি P&P Theory বলার পক্ষপাতী, সেটি হল আসলে বাক্যের একটি উপাদান অন্য উপাদানকে পরিচালনা করবে এবং আবদ্ধ করবে। Government Rule অনুযায়ী পরিচালনা করবে এবং Binding Rule অনুযায়ী আবদ্ধ করবে।[১৯] এই নিয়ম (Rule) অনুযায়ী পরিচালনা এবং আবদ্ধীকরণ ঘটে। এই নিয়মগুলি হল— ∝ —movement, X bar Theory, θ Theory, C – Command, Case Theory ইত্যাদি। এই সমস্ত নিয়মগুলিকে একত্রে P&P Theory বলা হয়। এক্ষেত্রে বেশকিছু প্রধান সূত্র আছে। এই প্রধান সূত্রগুলি প্রধান উপাদান শ্রেণি (category) তৈরি করে। আর বেশকিছু অপ্রধান বা অবর শ্রেণি (sub-category) আছে। যেগুলি অবর-সূত্র দ্বারা (sub-system) নির্মিত হয়েছে।

সি আধিপত্য (C- Command) :

এবার দেখে নেওয়া যাক C-Command বা সি-আধিপত্য কীভাবে শৈলীকে প্রভাবিত করে। GB Theory বা P&P Theory-এর অন্তর্গত একটি rule বা নিয়ম হল C-Command। উপাদান বা constituent-এর আধিপত্যকে পারিভাষিক শব্দে C-Command বা সি-আধিপত্য বলা হয়। শব্দ ও পদগুচ্ছ দিয়ে তৈরি হয় বাক্য। মাতৃভাষা ব্যবহারকারীর স্বজ্ঞায় থাকে বাক্যের গঠনগত ধারণা। বাক্যের গঠনকে বৃক্ষরেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায়। বাক্যে বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়া-বিশেষণ নির্দেশক ইত্যাদি পদ থাকে। পদ মিলে তৈরি হয় পদগুচ্ছ। এগুলি স্তরে স্তরে ঘটে। একে ক্রমোচ্চস্তর-ভিত্তিক বলা হয়। প্রতিটি স্তর এক-একটি পর্ব (Node) এবং প্রতিটি পর্ব একাধিক শাখা (Branch)-এ বিভক্ত। একেবারে তলার দিকের শেষ স্তরটিকে অন্তিম পর্ব (Terminal Node) বলা হয়। বাকি পর্বগুলি অন্তিম পর্ব নয় (Non-Terminal Node)। অন্তিম পর্বগুলি শব্দকোষগত উপাদান প্রতীক দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। বাকি পর্বগুলি উপাদান প্রতীক যেমন— বি., বিণ., বি.গুচ্ছ ইত্যাদি দিয়ে চিহ্নিত করা হয়।[২০] "C (constituent) Command (Reinhart 1976), which formally expresses the notion of 'higher in the tree than."[২১] এই অধ্যায়ে আলোচ্য কাব্যগুলি থেকে কতকগুলি উদাহরণ দিয়ে সি-আধিপত্য বা C-Command বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়—

১) মুনিবর আপনার করেন সাজন। [রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৫৮]

এখানে বাক্যটির আদর্শ গঠন হল— মুনিবর আপনার সাজন করেন। এই বাক্যটিকে যদি বৃক্ষরেখাচিত্রে সাজানো হয়, তাহলে তা হবে—

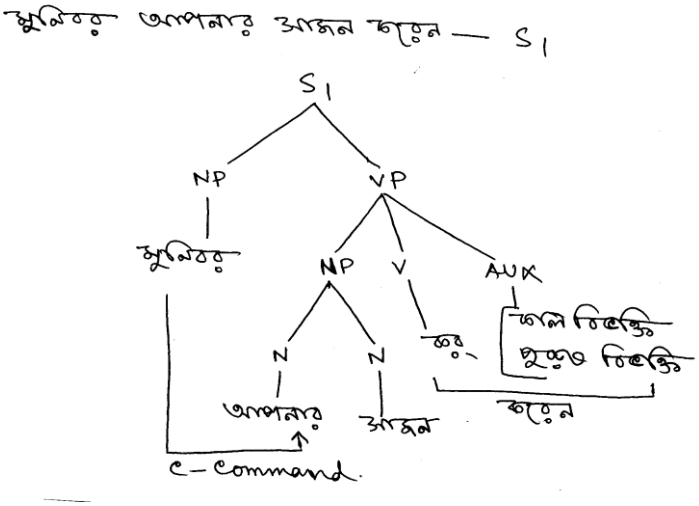

উপরের উদাহরণে 'মুনিবর' পর্বটি তার পরবর্তী স্তরের পর্ব 'আপনার' উপর সি-আধিপত্য বা C-Command স্থাপন করে।

২) আপনি সিরজিল পরভু আপনার কাআ। [রামাইপণ্ডিত : শূন্যপুরাণ : ১৯৭৭ : ৭০]

এই বাক্যটির আদর্শ গঠন বা Deep Structure হল— পরভু (প্রভু) আপনি আপনার কাআ সিরজিল (সৃজিল)। এই বাক্যটিকে বৃক্ষরেখাচিত্রে সাজিয়ে সি-আধিপত্য দেখানো যায়—

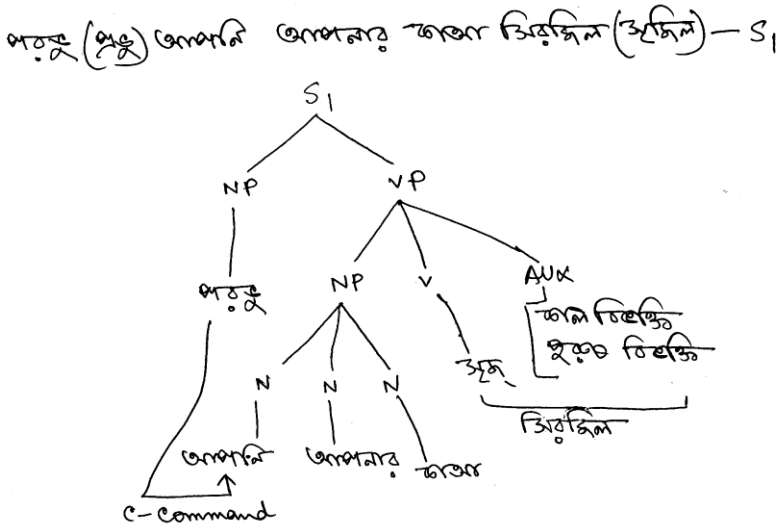

এই উদাহরণে 'পরভু' পর্বটি তার পরবর্তী স্তরের পর্ব 'আপনি'-এর উপর সি-আধিপত্য বা C-Command স্থাপন করে।

৩) আপনে পাঠালে মুনি । [কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৩]

এই বাক্যটির আদর্শ গঠন বা Deep Structure হল— 'মুনি আপনে পাঠালে'। বৃক্ষরেখা চিত্রে এই বাক্যটিকে সাজিয়ে সি-আধিপত্য দেখানো হয়—

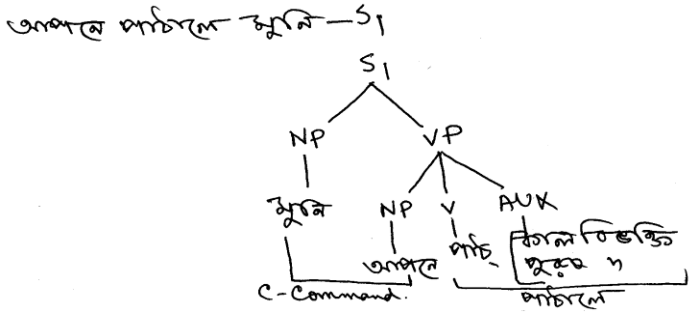

এই উদাহরণে 'মুনি' পর্বটি তার পরবর্তী স্তরের পর্ব 'আপনে'-এর উপর সি-আধিপত্য বা C-Command স্থাপন করে।

৪) আপনে বিরলে বসি শিবের ঘরিণী। [ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ৯]

এই বাক্যের আদর্শ গঠন বা Deep Structure হল— শিবের ঘরিণী আপনে বিরলে বসি। নীচে বৃক্ষরেখাচিত্রে বাক্যটিকে সাজিয়ে সি-আধিপত্য দেখনো হল—

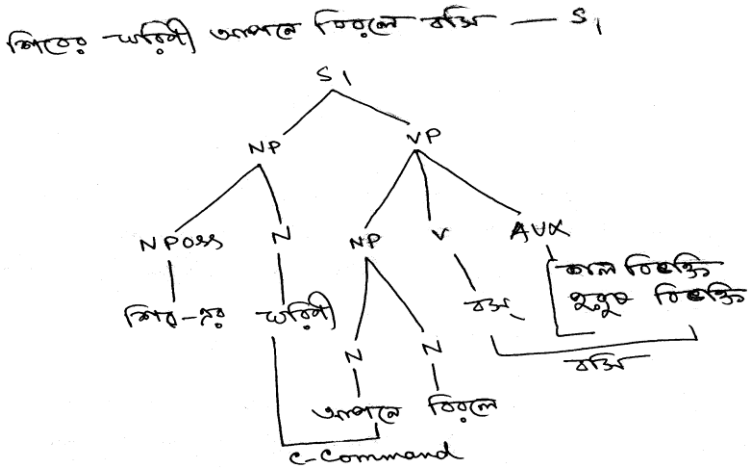

এখানে 'ঘরিণী' পর্বটি তার পরবর্তী স্তরের পর্ব 'আপনে'-এর উপর সি-আধিপত্য বা C-Command স্থাপন করে।

৫) আপনা পাসর কেনে দেব নারায়ণ। [নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ৬৫]

এই বাক্যের আদর্শ গঠন হল— দেব নারায়ণ আপনা পাসর কেনে। বাক্যটিকে বৃক্ষরেখাচিত্রে সাজিয়ে দেখা যাক একে সি-আধিপত্য বা C-Command দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় কিনা—

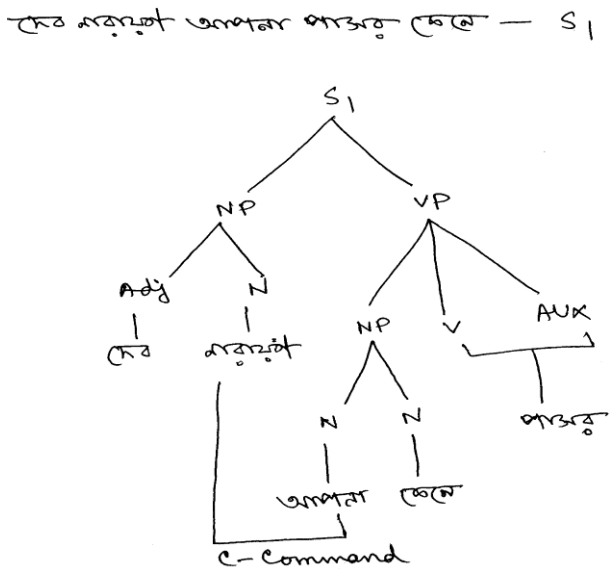

এখানে 'নারায়ণ' পর্বটি তার পরবর্তী স্তরের পর্ব 'আপনা'-এর ওপর সি-আধিপত্য বা C-Command স্থাপন করে।

থিটা রোল (θ -Theory) :

এবার দেখে নেওয়া যাক GB Theory বা P&P Theory-র থিটা রোল বা Theta Theory দিয়ে কীভাবে শৈলীকে নিরূপণ করা যায়। Theta Theory আসলে Government and Binding Theory-র শব্দার্থতত্ত্বগত ভূমিকা। একে theta role বা Thematic Role বলা হয়। Theta বোঝানো হয় 'θ' চিহ্ন দিয়ে। θ – এর অর্থ Theme বা বিষয়বস্তু। এর মূল সূত্র হল থিটা হওয়ার যোগ্যতা বা Theta Criterion।[২২] যে-কোনো বাক্যে নামপদগুলো কতকগুলি ভূমিকা পালন করে; সেই ভূমিকা অনুযায়ী তাদের নামকরণ হয়। নামপদগুলিকে সাজানোর ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর আলাদা ভূমিকা আছে। Theta Theory-এর ক্ষেত্রে কারক ভূমিকা প্রধান। যে-কোনো শব্দের চারটি ভূমিকা বা দিক থাকে—

ক) উপাদানশ্রেণিগত বৈশিষ্ট্য (Categorial Features)

খ) অবর-উপাদানশ্রেণি (Sub-categorisation Frame)

গ) বাছাইগত সীমাবদ্ধতা (Selection Restrictions)

ঘ) ভাবগত বা বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক (Thematic Relation)[২৩]

ভাষাবিজ্ঞানী Gruber, Fillmore, Jackendoff এই বিষয়বস্তুগত ভূমিকা বা Thematic Role-এর কথা বলেন। এই থেকেই তৈরি হয়েছে Thematic Structure বা Theta Theory। চমস্কি তাঁর গ্রন্থে θ Role সম্পর্কে বলেছেন—

> "Structural case in general is dissociated from θ-role; it is a structural property of a formal configuration. Inherent case is presumably closely linked to θ-role."[২৪]

আবার অন্য এক ভাষাবিজ্ঞানীর মতে—

> "In other words, for theta role assignment both the D-Structure position and the S-Structure position of the NPs in ... are relevant. The D-Structure position is indicated by the trace, it is the position to which the theta role is assigned. The S-Structure position is case-marked."[২৫]

প্রধান প্রধান Theta Role [θ-role] গুলি হল[২৬]—

ক) Theme/Patient (বিষয়/অধীন ব্যক্তি)

খ) Agent/Actor (প্রতিভূ/যে কাজ করছে)

গ) Experiencer (অভিজ্ঞতালাভকারী)

ঘ) Benefactive (উপকারী)

ঙ) Instrument (উপকরণ বিষয়ক)

চ) Locative (স্থানবাচক)

ছ) Goal (লক্ষ্য)

জ) Source (উৎস)

চমস্কির মতে Deep Str.-এ থিটা ভূমিকা যুক্ত হচ্ছে। অর্থাৎ Deep Str.-এ শব্দগুলো কোন্ অর্থগত ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারিত হয়ে যায়। তিনি বলেছেন, প্রত্যেকটি যুক্তির (argument) এক এবং একটিমাত্র θ ভূমিকা আছে। প্রত্যেকটি θ ভূমিকার সঙ্গে এক এবং একটিমাত্র যুক্তির সংযোগ আছে। একেই থিটা হওয়ার যোগ্যতা বা Theta Criterion বলা হয়। চমস্কির কথায়—

> "Each Argument bears one and only one θ-role and each θ-role is assigned to one and only one Argument."[২৭]

এই অধ্যায়ে আলোচ্য কাব্যগুলি থেকে কতকগুলি উদাহরণের সাহায্যে থিটা ভূমিকা বা θ-role বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করা যায়—

১) যজ্ঞশালে দক্ষের সাক্ষাতে উপস্থিত। [রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৩৬৭]

এই বাক্যে 'যজ্ঞশালে' শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। অর্থাৎ এর দ্বারা বোঝানো হচ্ছে এমন স্থান যেখানে ঘটনা ঘটছে বা থাকছে। তাই এটি Locative θ-role।

২) বেগবতী যান সতী কেহ নাঞি সাথে। [ঐ : ৩৬৬]

এই বাক্যে 'সতী' শব্দটি, যে কাজ করছে এই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যাওয়া ক্রিয়াটি সতী করছে, তাই 'সতী' শব্দটি Agent বা Actor θ-role।

৩) যোগাসনে যোগিনী জীবন কৈল ত্যাগ। [ঐ : ৩৬৮]

এখানে 'যোগিনী' জীবন ত্যাগের কাজটি করছে। অর্থাৎ যে কাজ করছে এই অর্থে 'যোগিনী' শব্দ প্রযুক্ত হওয়ায় এটি Agent বা Actor θ-role।

৪) কুচের নগরে হর করিল প্রবেশ। [ঐ : ৩৯৪]

এই বাক্যে 'কুচের নগরে' শব্দটি স্থানবাচক। অর্থাৎ এর দ্বারা ক্রিয়াটি যেখানে ঘটছে বা থাকছে, এমন বোঝানো হচ্ছে। তাই এটি Locative θ-role।

আবার এই 'হর' শব্দটি দিয়ে যে কাজ করছে, তাকে বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ 'হর' শব্দটি Agent বা Actor θ-role।

৫) ত্রিলোচন তাঁরে কন তবে চাষ করি। [ঐ : ৪৪৭]

এখানে কন কাজটি করছে 'ত্রিলোচন'। অর্থাৎ যে কাজ করছে, সে হল 'ত্রিলোচন'। তাই 'ত্রিলোচন' শব্দটি Agent বা Actor θ-role।

৬) গাছ কাট্যা গড়াইব লাঙ্গল জোয়ালি। [ঐ]

এই বাক্যে 'গাছ' দিয়ে লাঙ্গল, জোয়াল তৈরি করা হবে। অর্থাৎ লাঙ্গল-জোয়ালের উপকরণ হল গাছ। তাই 'গাছ' শব্দটি Instrument θ-role।

৭) শূল ভাঙ্গ্যা সাজসজ্জা করাইব ফাল। [ঐ]

'শূল' দিয়ে ফাল তৈরি করা হবে। অর্থাৎ শূল উপকরণ। তাই 'শূল' এখানে Instrument θ-role।

৮) দেবীচক দ্বীপের উপরে কৈল্য স্থিতি। [ঐ : ৪৫৪]

এখানে 'দেবীচক' একটি স্থাননাম, যেখানে ঘটনা ঘটছে বা থাকছে এমন বোঝানো হচ্ছে। তাই 'দেবীচক' এখানে Locative θ-role।

৯) মাঠো কর্য্যা মই দিয়া মাটী কৈল চূর্ণ। [ঐ : ৪৫৫]

এই বাক্যে 'মই' দিয়ে মাটি চূর্ণ করা হয়েছে। অর্থাৎ মই মাটি চূর্ণ করার উপকরণ। তাই 'মই' এখানে Instrument θ-role।

১০) আকাশগঙ্গার জলে করাইল স্নান। [ঐ : ৪৫৭]

এই বাক্যে 'জলে' অর্থাৎ জল দিয়ে শব্দটি স্নান করার উপকরণ। তাই এটি Instrument θ-role।

১১) খুধাএ তিষ্ণাএ ব্যাধ হইয়া পীড়িত। [রামরাজা : মৃগলুব্ধ-সংবাদ : ১৩২১ : ১৭]

এখানে ব্যাধ ক্ষুধা, তৃষ্ণা থেকে/হইতে পীড়িত। অর্থাৎ পীড়িত হবার উৎস হল ক্ষুধা ও তৃষ্ণা। তাই 'ক্ষুধাএ তিষ্ণাএ' শব্দ দুটি Source θ-role।

১২) সরোবর তীরে এক বৃক্ষ মনোরম। [ঐ : ২০]

এই বাক্যে 'সরোবর তীরে' শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। অর্থাৎ এই স্থানে একটি মনোরম বৃক্ষ আছে। উদ্ধৃত বাক্যে ক্রিয়াপদটি উহ্য হলেও বাক্যে রেখাঙ্কিত শব্দের দ্বারা ঘটনা ঘটার/থাকার স্থানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তাই 'সরোবর তীরে' শব্দটি Locative θ-role।

১৩) এথেক বুলিয়া ব্যাধ করিলা কাকুতি। [ঐ : ২৩]

এই বাক্যটিতে 'ব্যাধ' কাজ করছে। তাই 'ব্যাধ' হল Agent বা Actor θ-role।

১৪) তরাসে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িল। [ঐ : ১৯]

এই বাক্যে কর্তা (উহ্য) তরাস (ত্রাস) থেকে/হইতে মূর্চ্ছিত হয়ে ভূমিতে পড়ে গেছে। অর্থাৎ মূর্চ্ছিত হবার উৎস হল তরাস। তাই 'তরাস' শব্দটি Source θ-role।

১৫) সেই বনে মৃগপশু না রহিল আর। [ঐ : ১৭]

এখানে 'বনে' শব্দটি স্থানবাচক শব্দ। মৃগ পশু বনে আর রইল না। এটা ঘটছে বনে। তাই 'বনে' শব্দটি Locative θ-role।

১৬) ঘরেত চলিল ব্যাধ হরসিত মনে। [ঐ : ২৬]

'ব্যাধ' শব্দটি বাক্যের কর্তা। ব্যাধ 'চলা' কাজটি করছে। তাই ব্যাধ Agent/Actor θ-role।

আবার 'ঘরেত' শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে ব্যাধ ঘরের দিকে চলল। যার দিকে কোনো কিছু যাচ্ছে বা যেটি লক্ষ্য, তা হল Goal। তাই 'ঘরেত' শব্দটি এখানে Goal θ-role।

১৭) দুহাতে ধরিআ মড়া তুলিআ লইল। [রামাইপণ্ডিত : শূন্যপুরাণ : ১৯৭৭ : ৮২]

এই বাক্যে 'দুহাতে' শব্দটি উপকরণ বিষয়ক। অর্থাৎ মড়া তোলার কাজটি দুহাত দিয়ে করা হচ্ছে। তাই 'দুহাতে' শব্দটি Instrument θ-role।

১৮) ত্রিলোচন বোলে পরভু সুন ভগবান। [ঐ : ৮৩]

এখানে 'ত্রিলোচন' বলা ক্রিয়াটি সম্পাদন করছে। তাই 'ত্রিলোচন' হল Agent/Actor θ-role।

১৯) তুহ্মা হইতে হআ জেন ছিস্‌টির পত্তন। [ঐ]

ছিস্‌টি (সৃষ্টি)-র পত্তনের উৎস তুহ্মা। অর্থাৎ তুহ্মা থেকে/হইতে ছিসটির পত্তন হয়েছে।

তাই 'তুহ্মা' শব্দটি source θ-role।

২০) এহি গরভে জনমিবেন তিন পুরুস রতন। [ঐ : ৮১]

'গরভে' (গর্ভে) স্থানবাচক শব্দ। জন্মানো ক্রিয়াটি ঘটছে বা থাকছে গরভে (গর্ভে)। তাই

'গর্ভে' শব্দটি Locative θ-role।

২১) এত সুনি বম্ভা বিষ্টু বিস্ময় মানিল। [ঐ : ৮৩]

'বম্ভা বিষ্টু' বিস্ময় নামক মানসিক অবস্থা ভোগকারী অর্থাৎ অভিজ্ঞতালাভকারী। তাই 'বম্ভা বিষ্টু' শব্দটি Experiencer θ-role।

২২) এতেক সুনিআ পরভু আনন্দিত মন। [ঐ : ৭৪]

'পরভু' (প্রভু) কাজ করছে। শোনা (সুনিআ) ক্রিয়াটি পরভু (প্রভু) করছে। তাই 'পরভু' Agent/Actor θ-role। 'আনন্দিত' নামক মানসিক অবস্থা ভোগ করছে পরভু। তাই 'আনন্দিত' শব্দটি Experiencer θ-role।

২৩) কানের কুণ্ডল জলে দেহ ফেলাইএ। [ঐ : ৭৫]

'জলে' স্থানবাচক শব্দ। ফেলে দেওয়া কাজটি জলে ঘটছে। তাই 'জলে' শব্দটি Locative θ-role।

২৪) রজ বীজে জনম তার নহিক বাপ মাও। [ঐ : ৭০]

'রজ বীজ' থেকে/হইতে জন্ম। জন্মের উৎস হল রজবীজ। তাই 'রজ বীজ' Source θ-role।

২৫) সব সিদ্ধা ভোলাইল কামবাণ হানি। [ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ৯]

'কামবাণ' এখানে উপকরণ বিষয়ক শব্দ। অর্থাৎ কামবাণ দিয়ে সিদ্ধা ভোলানো হয়েছে। তাই 'কামবাণ' শব্দটি Instrument θ-role।

২৬) গোর্খের বচনে কানাই ভয়যুক্ত হইয়া। [ঐ : ২৫]

'কানাই' এখানে ভয় নামক মানসিক অবস্থা ভোগকারী। তাই 'কানাই' শব্দটি Experiencer θ-role।

'বচনে' অর্থাৎ বচনের দ্বারা কানাইকে ভয় পাওয়ানো হয়েছে। তাই 'বচন' শব্দটি Instrument θ-role।

২৭) মহাদেবের বরে স্বামী পাইলাম তোমারে। [ঐ : ২৩]

'বরে' অর্থাৎ বরের দ্বারা স্বামী পাওয়া গেছে। তাই 'বরে' উপকরণ বিষয়ক। 'বরে' শব্দটি Instrument θ-role।

'স্বামী' শব্দটি হল বিষয় বা অধীন ব্যক্তি। অর্থাৎ বর দেওয়ার ফল পড়ছে 'স্বামী'-র উপর।

তাই 'স্বামী' Theme/Patient θ-role।

২৮) অলঙ্কার পাইয়া দেবী হরিষ অপার। [ঐ : ৪৩]

'দেবী' শব্দটি এখানে দুইরকমভাবে থিটা ভূমিকা পালন করেছে। প্রথমত দেবী 'হরিষ' (হর্ষ) নামক মানসিক অবস্থা ভোগকারী। তাই এভাবে দেখলে 'দেবী' শব্দটি এখানে Experiencer θ-role। আবার অলংকার পাওয়া দেবীর পক্ষে উপকার সুলভ। তাই 'দেবী' উপকারী। অর্থাৎ এভাবে 'দেবী' শব্দটি আবার একইসঙ্গে Benefactive θ-role।

২৯) এই বল্লুকায় তপ করে মুনিগণ। [কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৫]

'বল্লুকা' স্থানবাচক শব্দ। মুনিগণ বল্লুকায় তপ (তপস্যা) করে। অর্থাৎ 'বল্লুকা' শব্দটি Locative θ-role।

৩০) সেই তেজে সনাতনী জনমিলা মনে। [ঐ : ১৪]

সনাতনীর জন্ম সেই তেজ থেকে। অর্থাৎ জন্মের উৎস হল 'তেজ'। তাই 'তেজে' শব্দটি Source θ-role।

সমান্তরালতা (Parallelism) :

শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণে সাহিত্যকে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি হল সমান্তরালতা বা Parallelism. 'Parallelism' শব্দটি অ্যারিস্টটল তাঁর 'Art of Rhetoric' গ্রন্থে প্রথম প্রয়োগ করেন—

> "A pupil of Gorgias, he imitated the flowery language, antithesis, and parallelisms of his master, and was fond of using the rhetorical figure."[২৮]

Parallelism বা সমান্তরালতার মূল অর্থ হল 'Principles of equivalance' বা 'repitation of same Structural Pattern'।[২৯] সমান্তরালতার মূল লক্ষ্য অন্বয়ের সংগঠনে নয়, বাক্যের অতিনিয়মিত ধ্বনিসমতা নির্মাণের উপর।[৩০] ধ্বনি বৈপরীত্য অর্থের মাত্রায় প্রমুখণ (Foregrounding) ঘটাচ্ছে। ধ্বনির আবর্তনকে গৌণ করে সমগঠনের অন্বয়গত বিন্যাসে সমান্তরালতা তৈরি হতে পারে, আবার সমান্তরাল সংগঠনে ধ্বনি আর অন্বয় ভারসাম্য রচনা করতে পারে। ধ্বনি মিলের মাঝখানে সম আন্বিক গঠন ধ্বনির অমিলের অংশকে প্রসারিত করে। ধ্বনির অমিল এবং অন্বয়ের সমগঠন সমান্তরালতার প্রধান চরিত্র লক্ষণ।[৩১] কবিতার সমান্তরালতায় ধ্বনি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গদ্যের ক্ষেত্রে ধ্বনি নয়, অর্থের প্রমুখণের শর্তটি মুখ্য। এর একটি প্রধান কাজ হল কবিতার ভাষাকে দ্ব্যর্থকতা বা বহুমুখিতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া। সমান্তরালতা একটি নির্দিষ্ট অনুষঙ্গের জন্য আসেনি বরং অনুষঙ্গটির ভাষার প্রমুখণ ঘটানো তার লক্ষ্য।[৩২]

এক্স বার তত্ত্ব (X Bar Theory) :

সমান্তরালতা বিষয়টিকে GB Theory –এর একটি নিয়ম X bar Theory দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। ভাষাবিজ্ঞানী উদয়কুমার চক্রবর্তীর অনুসরণে সঞ্জননী তত্ত্বের মাধ্যমে অর্থাৎ ১৯৮১ সালে প্রকাশিত চমস্কির P&P Theory-এর X bar Theory দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়।[৩৩] X bar Theory বা X bar তত্ত্ব সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানগত বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি। X bar কে সাধারণত x বা x^1 লেখা হয়। X bar তত্ত্বে X হল যে-কোনো প্রধান উপাদান শ্রেণি। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে দুটি ভাগ আছে, যেটা চমস্কি তাঁর 'Aspects of the Theory of Syntax' গ্রন্থে বলেছিলেন—

ক) পদগুচ্ছগত গঠন (Phrasal বা Major Categories)

খ) শব্দকোষগত গঠন (Lexical Categories)

কিন্তু শুধুমাত্র এই দিয়ে বাক্যের প্রত্যেক উপাদান শ্রেণিকে অর্থাৎ পদগুচ্ছের বিস্তৃতির প্রত্যেক স্তরকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই চমস্কি তাঁর Lectures on Government and Binding (১৯৮১) বইতে এর পরিবর্তে x^1 বা x

বার তত্ত্বকে ব্যবহার করার কথা বলেন। এখানে পদগুচ্ছ সংগঠন ব্যাকরণের সূত্রটি আরও ঘনীভূত (constrained) এবং পদগুচ্ছ উপাদান শ্রেণি আরও বেশি করে নির্ধারণ করা সম্ভব। Bar অর্থাৎ পৌনঃপুনিক। Bar Category = x bar অর্থাৎ x form- টা বারবার চলে আসবে। অর্থাৎ এককথায় পদগুচ্ছের বিস্তৃতির প্রত্যেক স্তরকে এক-একটি x bar বলা হয়। বিশেষ্য, ক্রিয়া প্রভৃতি যে-কোনো

উপাদানকেই x bar বা x^1 হিসেবে দেখা হয়।[৩৪] ভাষাবিজ্ঞানীর মতে—

> "The part of the grammar regulating the structure of phrases has come to be known as x^1 theory. X bar theory brings out what is common in the structure of phrases. According to x bar theory, all phrases are headed by one head."[৩৫]

X bar theory প্রয়োগের ক্ষেত্র সম্বন্ধে ভাষাবিজ্ঞানীর অভিমত—

> "We apply the x bar rules to specific categories. First find the head, which determines the types of phrase, then look for specifiers, complements, adjuncts and conjunctions." [৩৬]

এবার এই X bar Theory-এর বিন্যাসকে মাথায় রেখে এই অধ্যায়ে আলোচ্য কাব্যগুলি থেকে কিছু উদাহরণ নিয়ে সেগুলিকে বৃক্ষচিত্রে সাজিয়ে সমান্তরালতা বিষয়টিকে নিম্নলিখিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায়—

১) কোকিল জিনিঞা ভাষা খগেন্দ্র জিনিঞা নাসা...
গৃধিনী জিনিয়া কর্ণ ... মালুর জিনিঞা স্তন [রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৬৫]

একে X bar গঠনে বিন্যস্ত করে দেখানো হল—

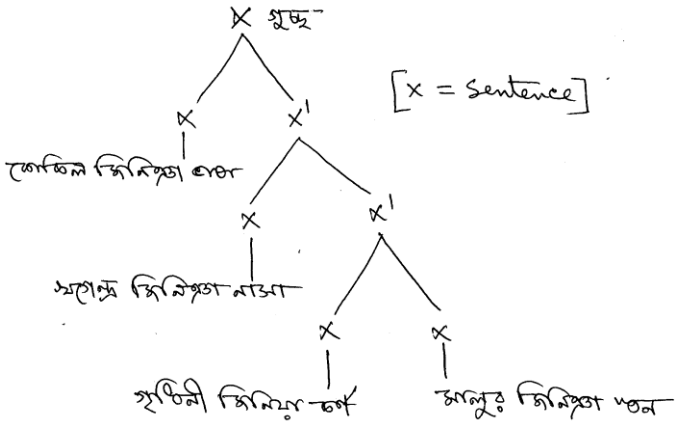

নারীরূপের বর্ণনায় এই ধরনের সমান্তরাল বাক্যগঠন তৈরি করে 'সমান্তরালতা'-র বৈশিষ্ট্য তৈরি করা হয়েছে।

২) নাগের হার নাগের কঙ্কন নাগের বসন।

নাগের সঙ্খ সিন্দুর পদ্যার সাজন।।

নাগের খাট সিংহাসন নাগের বিছান।

নাগের ঝারিতে জল খায়ে নাগের বাটাতে পান।। [নারায়ণদেব : পদ্মাপুরাণ : ১৯৪৭ : ২০]

একে X bar গঠনে বিন্যস্ত করলে পাওয়া যায়—

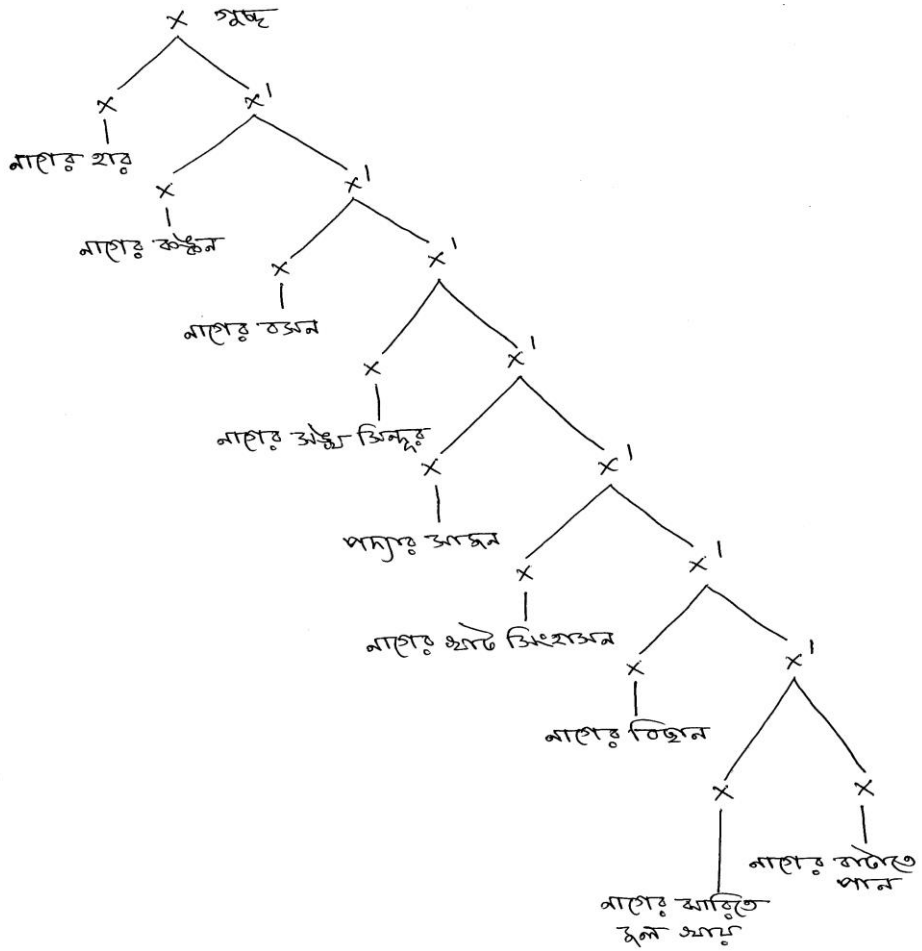

শিব যখন মনসাকে দেখে কামোদ্দীপ্ত হয়, তখন মনসা নিজেকে শিবের কন্যারূপে পরিচয় দেয়। শিব সত্যতা যাচাইয়ের জন্য মনসাকে নিজ মূর্তি ধরার আদেশ দেন। মনসা তখন নাগ নিয়ে সাজ করে। এই সাজের বর্ণনা সমান্তরাল বাক্যগঠন, যা সমান্তরালতার বৈশিষ্ট্য তৈরি করে।

৩) মত্ত মাতঙ্গ জিনি লীলাএ গমন।।

... ...

কামধনুক জিনি শুভিছে ভুরুলতা।

... ...

সুবর্ণ কদলী জিনি জংহের সুঠান।।

... ...

রাজহংস জিনি তার গমন মধুর।।

কনকচম্পক জিনি শরীরের কান্তি।

হংস কোকিল জিনি মধুর বচন। [রামরাজা : মৃগলুব্ধ-সংবাদ : ১৩২১ : ৪-৫]

একে X bar Theory অনুযায়ী বিন্যস্ত করলে পাওয়া যায়—

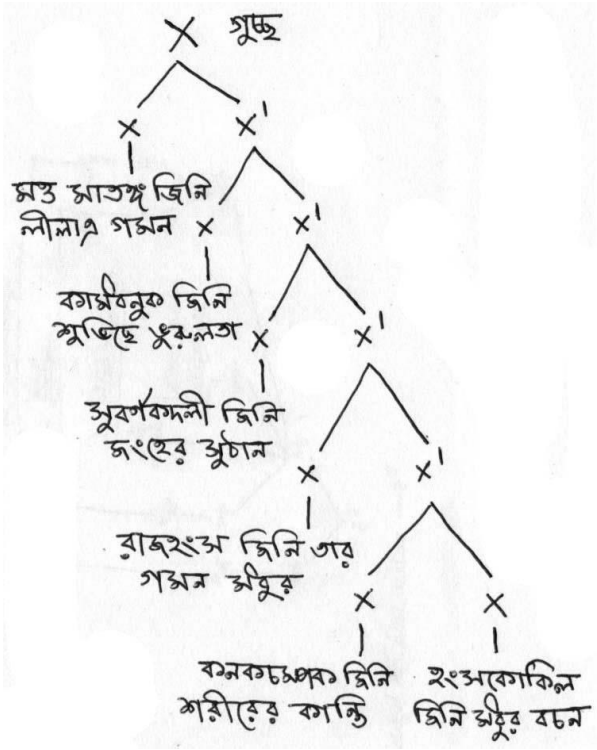

নারীরূপের বর্ণনায় 'জিনি' দিয়ে গঠিত এই বাক্যগুলি সমান্তরালতার বৈশিষ্ট্য তৈরি করে।

অ্যানাফোরা (Anaphora) :

চমস্কির GB Theory বা P&P Theory-এর আর একটি Rule হল Anaphora। 'An anaphor must be bound in its governing category.'[৩৭] বিশেষ্যপদের একটি ধরন হল অ্যানাফোরা। একই শ্রেণির উপাদান বা সমান বিষয় হলে তাকে অ্যানাফোরা বলে। অর্থাৎ সমসম্বন্ধযুক্ত (Co-referencial) হলে তা অ্যানাফোরা হয়।[৩৮] সাধারণত অ্যানাফরগুলি বিশেষ্যগুচ্ছ হয়। বাক্যের মধ্যে যথাসম্ভব ক্ষুদ্রতম এলাকার মধ্যে অ্যানাফরগুলির পূর্ববর্তী সি-কমান্ড অবশ্যই থাকবে। কারণ সি-আধিপত্য (C-Command)-এর ক্ষেত্রে একটি স্তর তার পরবর্তী স্তরকে বাক্যগঠনের বৃক্ষরেখাচিত্রে আবদ্ধ করে। অ্যানাফর হল সমসম্বন্ধযুক্ত মূলত আত্মবাচক সর্বনাম। অ্যানাফর সাধারণভাবে দুই ধরনের হয়[৩৯]—

ক) শব্দকোষগত (যেমন— আত্মবাচক বা পারস্পরিক শব্দ)

খ) NP trace (বিশেষ্যগুচ্ছ নির্দেশ)

অ্যানাফর এমন বিশেষ্যগুচ্ছ যার সম্পর্কিত তথ্য ঐ বাক্যের মধ্যে অন্য বিশেষ্যগুচ্ছের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এই বিশেষ্যগুচ্ছ কোনো তথ্য জ্ঞাপন করতে পারে না। তাই এরা বদ্ধ।[৪০] যেমন— তিনি নিজেকে বললেন।

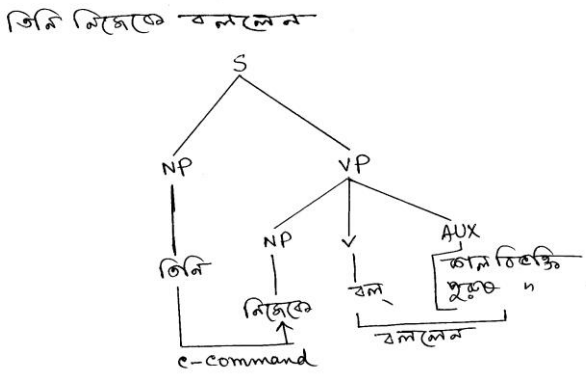

'নিজেকে' এটি NP trace বা সমসম্বন্ধযুক্ত 'তিনি'-র সঙ্গে। তাই 'নিজেকে' এটি হল অ্যানাফোরা। এবার এই অধ্যায়ে আলোচিত কাব্যগুলি থেকে অ্যানাফোরা বিষয়টিকে উদাহরণের সাহায্যে দেখে নেওয়া যেতে পারে—

১) মুনিবর আপনার করেন সাজন। [রামেশ্বর : শিবায়ন : ১৩৭১ : ৪৫৮]

এই বাক্যে 'মুনিবর' এবং 'আপনার' শব্দ দুটি সমসম্বন্ধযুক্ত। ফলে মুনিবর = NP আপনার = trace। তাই 'আপনার' শব্দটি অ্যানাফোরা (Anaphora)।

২) রাখিতে নারিলে তুমি আপনার রসে। [ঐ : ৪৫৮]

এখানে 'তুমি' এবং 'আপনার' শব্দ দুটি সমসম্বন্ধযুক্ত। তাই তুমি = NP এবং আপনার = trace। 'আপনার' শব্দটি অ্যানাফোরা (Anaphora)।

৩) আপনে বিরলে বসি শিবের ঘরিণী। [ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ৯]

এই বাক্যের Deep Structure বা অধোগঠন হল— শিবের ঘরিণী আপনে বিরলে বসি। এই বাক্যটির দুটি শব্দ 'শিবের ঘরিণী' এবং 'আপনে' সমসম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ শিবের ঘরিণী = NP এবং আপনে = trace। তাই 'আপনে' শব্দটি অ্যানাফোরা (Anaphora)।

৪) আপনার সৃষ্টি প্রভু মজাহ আপনি। [কেতকাদাস : মনসামঙ্গল : ১৩৮৪ : ১৪]

এই বাক্যটির Deep Structure বা অধোগঠন হল— প্রভু আপনি আপনার সৃষ্টি মজাহ। এই বাক্যটির দুটি শব্দ 'প্রভু' এবং 'আপনি' সমসম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ প্রভু = NP এবং আপনি = trace। তাই 'আপনি' শব্দটি অ্যানাফোরা (Anaphora)।

৫) আপনে না জান তুমি মোরে বল কিসে। [ভীমসেন : গোর্খ-বিজয় : ১৩৫৬ : ২৬]

এটির Deep Structure বা অধোগঠনে দুটি বাক্য আছে— তুমি আপনে জান না। তুমি মোরে কিসে বল। প্রথম বাক্যটিতে 'তুমি' এবং 'আপনে' সমসম্বন্ধযুক্ত। অর্থাৎ তুমি = NP এবং আপনে = trace। তাই 'আপনে' শব্দটি অ্যানাফোরা। দ্বিতীয় বাক্যে 'তুমি' এবং 'মোরে' এর মধ্যে বিরোধ আছে। এরা সমসম্বন্ধযুক্ত নয়। তাই এরা অ্যানাফোরা নয়।

সঞ্জননী ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব প্রয়োগ করে শৈলী অর্থাৎ লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা এই প্রবন্ধে করা হলেও, লেখক বা কবিরা রচনার সময় তত্ত্ব নিয়ে সচেতন থাকেন না, এমনকি আলোচ্য প্রবন্ধে যে সময়ের কাব্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, তখন শৈলী (Style) বিষয়ে কোনো ধারণাই যে লেখকদের ছিল না, তা বলাবাহুল্য। ফলত, তাঁদের লেখায় সবক্ষেত্রে ভাষাবিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুসারী শৈলী প্রয়োগ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে এই আলোচনায় বিচ্যুতিকে আলফা মুভমেন্ট তত্ত্ব দিয়ে দেখানো হয়েছে, যার অনেক উদাহরণ সমস্ত কাব্যেই পাওয়া যায়। এছাড়া রয়েছে কারকের প্রয়োগ, যার ব্যাখ্যা করা হয়েছে থিটা তত্ত্ব বা থিয়োরি দিয়ে। একই বাক্য গঠনের প্রকার ও বিশেষ্যের বিশেষণ বোঝাতে X বার তত্ত্ব প্রয়োগ করে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। C-Command, Anaphora এই তত্ত্বগুলিকেও শৈলী বিশ্লেষণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে শৈলী বিশ্লেষণ মূলত এই অন্বয়তত্ত্বের প্রেক্ষিতে করা হয়েছে, যা শৈলীবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মধ্যযুগীয় কাব্য সমালোচনার ক্ষেত্রে একটি নতুন পালক যোগ করেছে।

তথ্যসূত্র :

১. চক্রবর্তী উদয়কুমার, *ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞান*, দ্র. চিরঞ্জীব শূর (সম্পা.), 'আলোচনা চক্র', ৩১ বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যা সংকলন ৪৩, বেলঘরিয়া, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৪০

২. মজুমদার অভিজিৎ, 'শৈলীবিজ্ঞান ও আধুনিক সাহিত্যতত্ত্ব', তৃতীয় সং, দে'জ, কলকাতা, ২০১৬, পৃ. ২২

৩. ঐ, পৃ. ২৩

৪. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'আধুনিক কবি : কবিতার শৈলী', উত্থক প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৮

৫. ভট্টাচার্য শ্যামাপ্রসাদ, 'কবিতার অন্বয় : সাংগীতিক প্রতিভাস', প্রথম প্রকাশ ১৯৯৫, ইন্দাস সং, ইন্দাস পাবলিশার্স অ্যান্ড বুকসেলার্স, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৪-১৫

৬. ঐ, পৃ. ১৮

৭. ঐ, পৃ. ১৯

৮. ঐ, পৃ. ২০

৯. ঐ, পৃ. ১৯

১০. চক্রবর্তী উদয়কুমার, *ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞান,* পৃ. ১৪১

১১. মজুমদার অভিজিৎ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৭০

১২. ঐ, পৃ. ৭৪-৭৭

১৩. ঐ, পৃ. ৩৩

১৪. ভট্টাচার্য শ্যামাপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৭

১৫. সরকার পবিত্র, *বাংলা গদ্য : রীতিগত অনুধাবন,* দ্র. অরুণকুমার বসু (সম্পা.), 'বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা', সমতট প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ৬০

১৬. মজুমদার অভিজিৎ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৪-৩৫

১৭. চক্রবর্তী উদয়কুমার, *ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞান,* পৃ. ১৪২

১৮. Cheryl A. Black, 'A step by step introduction to Government and Binding Theory of syntax', SIL-Mexico Branch and University of North Dakota, Summer Institute of Linguistics, 1999, pp. 2-3

১৯. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', শ্রী অরবিন্দ পাবলিকেশন, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ৮৮-৯২

২০. ঐ, পৃ. ১০২

২১. Cheryl. A. Black, op.cit, p. 41

২২. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', পৃ. ৯৭

২৩. তদেব

২৪. Chomsky Noam, 'Lectures On Government and Binding', Fifth Edition, Foris Publication, Dordrecht, Holland, 1988, P. 171

২৫. Haegeman Liliane, 'Introduction to Government and Binding Theory', Second Edition, Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK. 1998, P. 310

২৬. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', পৃ. ৯৭-৯৮

২৭. ঐ, পৃ. ৯৮

২৮. ভট্টাচার্য শ্যামাপ্রসাদ, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬

২৯. ঐ, পৃ. ৩৭

৩০. তদেব

৩১. তদেব

৩২. ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫

৩৩. চক্রবর্তী উদয়কুমার, *ভাষাবিজ্ঞানের আধুনিক তত্ত্ব ও শৈলীবিজ্ঞান,* পৃ. ১৪৩

৩৪. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', পৃ. ৯৪-৯৫

৩৫. Haegeman Liliane, op.cit, P. 103

৩৬. Cheryl A. Black, op.cit, P.5

৩৭. Haegman Liliane, op.cit, P. 224

৩৮. চক্রবর্তী উদয়কুমার, 'বাংলা সংবর্তনী ব্যাকরণ', পৃ. ১০৭

৩৯. ঐ, পৃ. ১০৮

৪০. ঐ, পৃ. ৯১

গ্রন্থতালিকা :

১. কয়াল অক্ষয়কুমার ও দেব চিত্রা (সম্পা.), 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত মনসামঙ্গল', লেখাপড়া, কলকাতা, ১৩৮৪

২. করিম মুনসী আবদুল (সম্পা.), 'রামরাজা বিরচিত মৃগলুব্ধ-সংবাদ', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩২১

৩. চক্রবর্তী পঞ্চানন (সম্পা.), 'রামেশ্বর রচনাবলী', প্রথম সং, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ১৩৭১

৪. চট্টোপাধ্যায় ভক্তিমাধব (সম্পা.), 'রামাইপণ্ডিত বিরচিত শূন্যপুরাণ', ফার্মা. কে.এল.এম.প্রা.লি, কলকাতা, ১৯৭৭

৫. দাশগুপ্ত তমোনাশচন্দ্র (সম্পা.), 'নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ', দ্বিতীয় সং, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ১৯৪৭

৬. মণ্ডল পঞ্চানন (সম্পা.), 'গোর্খ-বিজয়', শান্তিনিকেতন প্রেস, বিদ্যাভবন, শান্তিনিকেতন, ১৩৫৬